যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে। যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩৩৪ ॥

জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্ম্মাদিলক্ষণশ্চতুর্ব্বিধোঽর্থঃ তাবান্ সর্ব্বোঽপি অহমেব। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ কর্ম্মণি ধর্ম্মঃ কামশ্চ যোগে নানাবিধসিদ্ধিলক্ষণো লৌকিকঃ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে চ নানাবিধলৌকিকশ্চার্থ ইতি চতুর্ব্বিধত্বং জ্ঞেয়ম্ ।। ১১।২৯ ।। শ্রীভগবান্ ।৩৩০—৩৩৪ ।।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এইপ্রকার প্রার্থনার পর শ্রীভগবানও নিজভক্তির শ্রেষ্ঠতা শ্রীউদ্ধববর্ণিত প্রকারেই বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও শ্রীউদ্ধব প্রভৃতির মত ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি "হন্ততে কথয়িষ্যামি" ১১।২৯।৮ ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বিশুদ্ধ নিজভক্তির কথা বলিয়াও যাহারা তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্ত নহে, তাহাদের প্রতিও করুণায় নিজ ভজনে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য চারিটি শ্লোকের দ্বারা অন্য কিছু বিচারও করিয়াছেন। যেহেতু প্রায়শঃ লোকসমূহ স্পর্দ্ধাদিনিষ্ঠ, কোনপ্রকারে অর্থাৎ সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভগবদন্তর্ম্মুখতা হইলেও "সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপ তোমাকেই ভজন করিতে হইবে"—এইমাত্র জ্ঞানশালী হইয়া থাকে, এইপ্রকার আলোচনা করিয়া কৃপায় সত্বর তাহাদেব স্পর্দ্ধাদি দূর করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজের প্রতি অন্তর্ম্মুখী করিবার জন্য গীতাশাস্ত্রে উল্লিখিত "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত ; এইরূপে যে অন্তর্য্যামী-রূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেটি শ্রীকৃষ্ণেরই একটি অংশ। সেই অংশ স্বরূপের ভজনের স্থানে নিজভজনের উপদেশ করিয়াছেন।

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয় ॥ ১১।২৯।১২ ॥

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার ব্যাখ্যাও এই যে, তিনটি শ্লোকের দ্বারা অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন। সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর আমাকেই দর্শন করিবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীধরস্বামী পাদকৃত-টীকার ব্যাখ্যা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—"সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত যে ঈশ্বর আছেন, সে ঈশ্বর আমিই'—এইরূপ নির্দ্দেশ করায় সর্ব্বভূতান্তর্য্যামীরূপে শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিই করিতে হইবে। সেই ঈশ্বর কি প্রকার? বাহিরে অন্তরে পূর্ণ। পূর্ণ কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—'অপাবৃতম্' অর্থাৎ আবরণশূন্য। সেই আবরণশূন্যই বা কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—'যথা খম্' অর্থাৎ আকাশ যেমন অসঙ্গ ও বিভু বলিয়া পূর্ণ ও অনাবৃত, তেমনই আমিও অসঙ্গ ও বিভু বলিয়া পূর্ণ ও অনাবৃত। এস্থানে সর্ব্বভূতে আমাকেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখিবে, কিন্তু কেবল অন্তর্য্যামীরূপ